শ্লীলতাহানি, পাকিস্তানি কৌশল

আশীষ বাবলু

It is no use saying `We are doing our best'.
You have got to succeed in doing
what is necessary - Winston Churchill

খ্রিষ্টপূর্ব ৫০৯ সাল। রোমান রাজা তারকুইনের এক ছেলে ছিল, নাম সেক্সটাস। গ্রামের সবচাইতে মিষ্টি মেয়েটি যে তা'র সোনালী চুলে ফুল লাগিয়ে প্রজাপতির পেছনে ছুটে বেড়াতো তার নাম ছিল লুক্রেশিয়া। একদিন রাজার ছেলে সেক্সটাস লুক্রেশিয়াকে একা পেয়ে নির্মম ভাবে ধর্ষণ করল। নরম লুক্রেশিয়া সেই আঘাত সইতে না পেরে আত্মহত্যা করে। রোমের সাধারণ মানুষ রাগে মেয়েটির মৃতদেহ নিয়ে হাজির হলো রাজ দরবারে। চাইল বিচার। রাজা নানা রকম টালবাহানা শুরু করলেন। সেই নৃশংস ধর্ষণের বিরুদ্ধে মানুষ এমন ভাবে ক্ষেপে উঠল যে বদলে গেল ইউরোপের ইতিহাস। রাজা তাইকুনকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিল রোমের জনগণ। এবং শুরু হলো পৃথিবীতে প্রথম গণতন্ত্রের যাত্রা। প্রতিষ্ঠিত হলো রোমান প্রজাতন্ত্র।

এটা ছিল রোমান রাজপুত্রের ধর্ষণের গল্প। এবার শুনুন পাকিস্তানি রাজপুত্রদের ধর্ষণের কাহিনী। ১৯৭১ সাল। পূর্ব পাকিস্তানের ছবির মত একটি গ্রাম। সেখানে প্রজাপতি আর ফড়িং এর পেছনে ঘুরে বেড়াতো খোঁপায় তারার ফুল গুঁজে দশ বছরের একটি মেয়ে। নাম সম্ভবত ফুলেশ্বরী। অন্যদিনের মতই একটি দিন। গ্রামের মানুষ যে যার কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ করে কোথা থেকে একদল পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য গোলা-গুলি ছুড়তে ছুড়তে সে গ্রামে এসে হাজির। ওদের সাথে এক ডজন রাজাকার। পাটের গুদাম, পোষ্ট অপিস, ডাক্তারখানা, লাইব্রেরী এবং স্কুলে ওরা আগুন লাগালো। গ্রামের প্রত্যেকটি ঘর থেকে সমস্ত মানুষদের জড়ো করলো সূর্য-দীঘির মাঠে। পুরুষদের একদিকে এবং মেয়েদের অন্যদিকে দাড়াতে বলল। মোটা গোঁফওয়ালা ক্যাপ্টেন জাতীয় রাজপুত্রটি গোঁফে তাঁ দিতে দিতে হঠাৎ করে একটা আঙুল বাংলার আকাশের দিকে তুলে ধরলো। সাথে সাথে ঠাঁ ঠাঁ করে চলল গুলি পুরুষদের তাক্ করে। ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে গ্রামের প্রত্যেকটি পুরুষ। সবুজ ঘাস লাল হলো অনেকটা আমাদের পতাকার মত। এবার দশ থেকে চল্লিশ বছরের মেয়েদের তুলে নিল লঞ্চে। সে দলে মাতৃহীনা ফুলেশ্বরীও ছিল। লঞ্চ যখন ছাড়বে তখন কৃমি রোগীর মত দেখতে একজন রাজাকার এক পাকিস্তানি সৈন্যকে জিজ্ঞেস করলো, স্যার, এই বুড্ডা মহিলা গুলো রয়ে গেলো, এদের গুলি করবেন না? পাকিস্তানি সৈন্যটি বলল,- না, কান্না করার জন্য কিছু মানুষের বেঁচে থাকা দরকার। ভোঁ ভোঁ শব্দ করে লঞ্চ ছাড়লো। টারবাইনের আঘাতে খান্ খান্ হয়ে ভেঙ্গে পড়ল নদী। সেই মোটা গোঁফওয়ালা ক্যাপ্টেনটির আর তর সইলনা। ডেকে আনলো দশ বছরের ফুলেশ্বরীকে তার ক্যাবিনে। ছিড়ে খুবলে খেলো না-ফেটা কলির মত নিষ্পাপ মেয়েটিকে। ফুলেশ্বরীর চিৎকার মিশে গেল নদীর পাড়ে ওর নানীর বুক চাপড়ানো কান্নার সাথে।

এই ঘটনাটি আমার বানানো গল্প নয়। এটা বলেছিলেন । পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বরতার একজন নীরব সাক্ষী। সবচাইতে বড় কথা আজ আমরা যে দেশের মাটিতে ঘর বেঁধেছি, এই অস্ট্রেলিয়ার মানুষই ডঃ জেফ্রি ডেভিস। তিনি ১৯৭২ সালে ছয় মাস বাংলাদেশে ছিলেন ধর্ষিতা মা বোনদের গর্ভপাত করানোর কাজে। তিনি প্রথম কাজ শুরু করেন ধানমন্ডির একটি ক্লিনিকে। এত বেশি গর্ভবতী মহিলা ছিল যে প্রতিদিন ১০০টি গর্ভপাত ঘটিয়েও কুলিয়ে উঠতে পাড়ছিলেন না। আরো কিছু লোককে ট্রেনিং দিয়ে তিনি ঢাকার বাইরেও ক্লিনিক খুললেন। যাদের পয়সা ছিল তারা লোকচক্ষুর আড়ালে গর্ভপাত করাতে

চলে যেতো কলকাতায়। ডঃ ডেভিস বলছিলেন, ক্লিনিকে যে সব মেয়েরা আসতো প্রায় সবাই নিজের ইচ্ছায়ই আসতো। সেখানে সব বয়সের, সব ধর্মের মেয়েরাই আসতো। সব চাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো ওরা কেও কাঁদতো না বা ভেঙ্গে পড়তো না। এদের উপর গত মাসগুলিতে এমন বীভৎস অত্যাচার হয়েছে যে কাঁদতে কাঁদতে চোখের জল শুকিয়ে গেছে। ওরা আত্মাকে অবিক্রীত রেখে দেহ দান করে গেছে। প্রত্যেকটি আর্মি ক্যাম্পে এদের রাখা হতো। দেখতে ভাল এমন মেয়েদের রাখা হতো অফিসারদের জন্য আর বাকিরা সাধারণ সৈন্যদের ব্যাবহার সামগ্রী। প্রতিদিন কয়েকবার, কয়েকজন মিলে এদের ধর্ষণ করতো। এদের খুবই সামান্য খাবার দাবার দেওয়া হতো। প্রতিদিন ২০/২৫ জন মৃত্যুর কোলে ঢলে পরতো । ডঃ জেফ্রি ডেভিস যখন এই কথাগুলো ডঃ রিনা ডি কোস্টাকে বলছিলেন তখন তার চোখ বেয়ে টপ্ টপ্ করে ঝড়ে পড়ছিল জল। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টেই ছিল এমন চার হাজার মা বোন।

ডঃ জেফ্রি ডেভিস

ডঃ রিনা ডি কোস্টার পরিচয় না জানিয়ে এই লেখা আর এগিয়ে নেওয়া ঠিক হবেনা। তিনি ডক্টরেট করেছেন ইন্টারন্যাশনাল রিলেসন্স এ অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে (ANU)। তিনি মাষ্টার ডিগ্রি নিয়েছেন ইউনিভার্সিটি অফ নটরড্যাম, ইউ,এস,এ থেকে। সবচাইতে বড় কথা তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। ডঃ জেফ্রি ডেভিসের এই সাক্ষাতকারটি নিয়ে তিনি আমাদের একটা ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান দিয়েছেন। এটা দুঃখজনক হলেও সত্য দশ লক্ষ ধর্ষিতা মা বোনের চোখের জল লেগে আছে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে। কিন্তু এদের সম্বন্ধে খুব কম বলা হয়েছে। না সাহিত্যে, না সংবাদে। ধর্ষণ, গর্ভপাত, জারজ, ইজ্জত-হানী, এইসব শব্দগুলো আমাদের তথাকথিত ভদ্র সমাজে খোলাখুলি বলা যায়না। ফিস ফিস করে বলতে হয়। যাদের ইজ্জতই চলে গেছে, তাদের আর ইজ্জত দিয়ে কি লাভ ! ডঃ ডেভিস বলছিলেন ডঃ কোস্টাকে, গর্ভপাত করাতে করাতে আমার ইচ্ছা হতো পৃথিবীর আদালতে চিৎকার করে এই সব মানুষগুলোর জন্য বিচার চাই। আমার মতো সামান্য একজন ডাক্তারের কতটুকুইবা ক্ষমতা আছে !

গর্ভপাত ঘটানোই শেষ কথা নয়। এসব মেয়েরা যখন স্বামীর কাছে ফিরে যেতো তখন সহ্য করতে হতো অমানুষিক অত্যাচার । আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় তাদের আর স্বাভাবিক জীবন যাপনের সুযোগ দিতো না। অনেকেই আত্মহত্যা করতো, নয়তো পরিবারের লোকজন তাদের হত্যা করতো। পদ্মা, শীতলক্ষ্যা, ব্রহ্মপুত্রের জলে অনেক হতভাগিনীর লাশ স্বাধীনতার পর মাসের পর মাস ভেসে যেতে দেখা গেছে। তিনি বলছিলেন, শুধু গর্ভপাত নয়, যাদের সন্তান হয়ে গিয়েছিল সেই সব সন্তানদের রক্ষা করাও ছিল এক বিশাল দায়িত্ব। এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছিল ইন্টার ন্যাশনাল সোশাল সার্ভিস এবং মাদার টেরেসার সংগঠন। এরা হাজার হাজার শিশুকে দত্তক নেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে আমেরিকা এবং ইউরোপে।

সেই সব দত্তক শিশুরা আজ ৪২ বছরের যুবক। আমার খুবই জানতে ইচ্ছা করে তারা কে কেমন আছেন? কি ভাষায় কথা বলেন? তাদের দুখিনী মায়ের খবর কি তারা জানেন? ডঃ ডেভিস বেশ কিছু যুদ্ধ বন্দী পাকিস্তানি সৈনিকের সাথে কথা বলেছেন। তিনি আশ্চর্য হয়েছেন জেনে যে, ঐসব সৈন্যরা মনে করতেন যে ধর্ষণ করে তারা কোন অপরাধই করেনি। সবচাইতে ভয়ঙ্কর যে তারা নারী ধর্ষণকে জায়েজ মনে করতেন। আর্মি অফিসারদের সাধারণ সৈন্যদের উপর কড়া নির্দেশ ছিল যেহেতু একজন ঈমানদার মুসলিম তার পিতার বিরুদ্ধে লড়বেনা, সেহেতু যত বেশি সম্ভব বাংলাদেশী নারীদের গর্ভবতী করো। এ থেকে একটা গোটা প্রজন্ম জন্মাবে যাদের শরীরে বইবে পশ্চিম পাকিস্তানি সাচ্চা মুসলিম রক্ত। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ যদি আরো কয়েক বছর দীর্ঘায়িত হতো তবে কি ভয়াবহ ঘটনা ঘটতো ভাবলে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। শ্রদ্ধেয় কথাশিল্পী শওকত ওসমানের লেখা থেকে একটু উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, -"... সে হানাদার পাকিস্তানি সৈনিক সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের সব রমণীর সঙ্গে শয়নের অধিকার তার কাছে পদবলৎ*। এবং এই সুবাদের বদৌলতে সে আমার কত রকমের আত্মিয়না হতে পারে। সে আমার বোনাই, মেসো, খালু, ফুপা, পিসে, বাপজান, চাচাজান, - এমন সম্পর্কের যত রকমের বিন্যাস কল্পনা করা যায়, সবই সম্ভব।" তিনি আরো লিখেছেন, "১৯৭৭ সালে পাকিস্তানের তদানিন্তন মহাপ্রভু জুলফিকার আলী ভুট্টো বাংলাদেশের দুঃস্থ জনগণের দুঃখ লাঘবের জন্য কয়েক টন চাল আর কয়েক বেল কাপড় পাঠিয়েছিলেন। সেই মালবাহী জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছানোর পর বাংলাদেশের কিছু নাগরিক পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি যোগে এবং আতশ বাজী ফুটিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানায়। বুঝা যায়, তিরিশ লক্ষ শহীদ এবং নাৎসিদের অত্যাচার ম্লান-কারী পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যদের নির্যাতন, গণহত্যা, অগ্নিদাহ, নারী-ধর্ষণের স্মৃতি কিছু তাদের মনে ছিলনা।"

Raped and made pregnant by a Pakistani soldier, this teen-age girl will leave her new-born baby for adoption at Mother Teresa's Home.

Girls freed from Pakistani harems

FOUR thousand young Bengali girls have been rescued from Pakistan Army "harems" in Bangladesh, it was claimed yesterday.

They have been discovered at army barracks and encampments by Red Cross volunteers and liberating forces, according to the Mukti Bahini, the Bangladesh guerillas.

The latest batch of

By MIRROR REPORTER

fifty-five girls to be freed were said to have been found at former Pakistani camps in Dacca and the surrounding areas.

The fleeing troops had locked the doors to the harems before escaping or surrendering to the Indian Army.

Invading troops had to break the doors down to free the distraught girls.

Most of the girls, aged between 14 and 30, were dazed and incoherent. They were wearing only light under-garments and at first did not believe they were being taken away for anything but the troops' pleasure.

Some girls said they belonged to middle-class families and were university students before the Pakistani Army crackdown in March when they were brought to the harems.

Those among them who could talk coherently also gave harrowing details of atrocities carried out over many months by Pakistani Army officers and men.

যাক, আবার ডঃ ডেভিস এর প্রসঙ্গে ফিরে আসি। এই সাক্ষাৎকারটি নেয়া হয়েছিল ২০০২ সালে। ডঃ ডি কোস্টা লিখেছেন, - "শেষ পর্বে ডঃ ডেভিস কে বললাম এই সাক্ষাৎকারের অনেক কথাই যদি কোন দিন ওয়ার ক্রাইম ট্রাইবুনালে অপরাধীদের বিচার হয় তবে কাজে লাগবে। তিনি আমার একটি হাত তার বুকের কাছে রাখলেন এবং বললেন আমার সমস্ত কিছু বাংলাদেশের ঐ ধর্ষিতা মেয়েদের বিচারের জন্য সমর্পন করতে আমি প্রস্তুত।" সাক্ষাৎকারের শেষ প্রশ্ন ছিল, এইযে বলা হয় আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে দশ লক্ষ মা বোনকে ইজ্জত দিতে হয়েছে সংখ্যাটা কি ঠিক? ডঃ ডেভিস্ অনেকটা সময় চুপ করে মাথা নামিয়ে ছিলেন, তারপর বললেন, সংখ্যাটা আরো বেশী হতে পারে, কম নয়।

ডঃ জেফরি ডেভিস ২০০৮ সালে এই সিডনি শহরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ashisbablu13@yahoo.com.au

পদবলৎ* - পদাধিকার বলে প্রাপ্ত।